গাংনীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা, মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা হাজিপাড়া মাঠের পেঁপে বাগান থেকে তপন (২৮) নামে এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে ধারালো দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে ভবানীপুর ক্যাম্প পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। নিহত তপন হাড়াভাঙ্গা মোল্লাপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে। তার একটি ১২ বছরের ছেলে সন্তান রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার দিন সকালে কৃষকরা জমিতে কাজ করতে গিয়ে পাশের পেঁপে বাগানে এক যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তপন মাদক পাচারকারী হিসেবে এলাকায় চিহ্নিত। মাদক ব্যবসার বিরোধের জের ধরে রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে গেছে বলে জানান তারা।

নিহত তপনের স্ত্রী রুপা খাতুন বলেন, একটি ফোন পেয়ে রাত ৯টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। রাতে অনেকবার ফোন দিলেও ফোন বন্ধ ছিল। পরে সকালে তার লাশের খবর পায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার আকাশ বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি। লাশ উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, কে বা কেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে তা তদন্ত চলছে। নিহত যুবক মাদকের সঙ্গে জড়িত ছিল কিনা, তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কিনা সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গাংনীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন ছেলে

মাত্র তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন আপন চাচাকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মশিউর রহমান ওরফে মশা।

গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে নিয়ে আসা হয়। এ সময় গ্রামবাসীর কৌতূহল ও উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শত-শত নারী-পুরুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে এই সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে এক নজর দেখার চেষ্টা করেন।

জানাজা ও দাফন কার্যক্রম শেষে বিকাল ৫টার দিকে আবারও তাকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মেহেরপুর জেলা কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। পুরো কার্যক্রমে গাংনী থানার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, বাড়ির চলাচলের পথ নিয়ে মাত্র দেড় ফুট জমির বিরোধের জেরে ২০০৩ সালে প্রকাশ্যে দিবালোকে নিজ চাচা আমিরুল ইসলামকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন মশিউর রহমান। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে সামিকুল ইসলাম বাদী হয়ে গাংনী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পরপরই পুলিশ আসামিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়।

মামলার রায়ে মেহেরপুর জজকোর্ট প্রথমে মশিউর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। পরে আসামিপক্ষ হাইকোর্টে আপিল করলে মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গত ২২ বছর ধরে তিনি কারাবন্দি রয়েছেন—প্রথমে যশোর এবং বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কারাগারে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মশিউর রহমানের পিতা মনিরুল ইসলাম বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়। আদালতের নির্দেশে বাবার জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় তাকে। এরপর পুলিশ পাহারায় আদালত থেকে নিজ গ্রাম জুগিন্দায় আনা হয়।

নিহত আমিরুল ইসলামের ছেলে সামিকুল ইসলাম জানান, “মাত্র দেড় ফুট জমির জন্য আমার বাবাকে প্রকাশ্যে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে আমার চাচাতো ভাই মশিউর রহমান। ঘটনার সময় বাবাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করা হলেও তিনি পুকুরে নেমে পড়ার পরও ঘাতক তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। আদালতের রায়ে সে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে রয়েছে। আজ তার বাবার মৃত্যুতে আদালতের নির্দেশে তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে—এতে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি জানানো হয়নি।”

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, হত্যাকাণ্ডটি ছিল অত্যন্ত নৃশংস ও হৃদয়বিদারক। প্রকাশ্যে দিবালোকে বহু মানুষের সামনে সংঘটিত এ হত্যাকাণ্ড এখনো এলাকাবাসীর মনে আতঙ্ক হিসেবে রয়ে গেছে। বিকেলে পুলিশ পাহারায় আসামিকে গ্রামে আনা হলে সেই স্মৃতিই যেন আবার ফিরে আসে গ্রামবাসীর সামনে।

গাংনীতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার মো. আনোয়ার হোসেনের কার্যালয় থেকে এই মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়।

মনোনয়ন ফরম উত্তোলনকালে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমনসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে। এরপর থেকেই আমজাদ হোসেনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র একাংশের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

মনোনয়ন ঘোষণার পর দুই পক্ষের মধ্যে একাধিক দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় গাংনী উপজেলা শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকেরা মশাল মিছিল, সড়ক অবরোধ ও টায়ার জ্বালানোসহ নানা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে আসছেন।

অন্যদিকে, দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় রয়েছেন। বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ধানের শীষের প্রার্থী সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন ও তার নেতাকর্মীরা।

এ সময় তার সঙ্গে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মতিউর রহমান মতি মোল্লাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

গাংনীতে প্রেমের সম্পর্ক ধরে বিয়ের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়িতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার

অনশন

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চার বছরের প্রেমের অভিযোগ এনে বিয়ের দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা দুই দিন ধরে অনশন পালন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তার বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

এদিকে বিয়ের দাবিতে স্কুল শিক্ষিকা সালমা খাতুন বাড়িতে আসার সাথে সাথে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক আমিরুল ইসলাম সুফল বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছেন। আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আনারুদ্দীনের ছেলে ও চেংগাড়া সরকারির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। সালমা খাতুন একই উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (বাংলা)।

সালমা খাতুন অভিযোগ করেন, বিগত চার বছর যাবৎ আমার সাথে প্রেম করছে সে। প্রেমের সম্পর্কের কারণে সে বিভিন্ন স্থানে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সব ধরণের সম্পর্কও তৈরী হয়েছে। আমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমি চাকুরি পেলে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। আমি এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পেয়েছি। কিন্তু সুফল আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেনা। এমনকি আমার ফোনটুকুও ধরেনা। আমি তার বাড়িতে চলে এসেছি। বিয়ে না করলে এই বাড়ি থেকে আমার লাশ বের হবে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, তার সাথে আমার কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই। বিয়ের জন্য সে আমাকে ব্লাকমেইল করছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের খালাত ভাই বাবু জানান, দুজনেই স্কুল শিক্ষক। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা আমরা কেউ জানিনা। অনশনকারী সালমা খাতুন প্রেমের সম্পর্ক আছে দাবি করলেও আমিরুল ইসলাম সুফল সেটা মিথ্যা দাবি করছে। এই মূহূর্তে আমরা মেয়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারাও এসে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটি আজ বিকাল পর্যন্ত এখানেই বসে আছে।

এদিকে আমিরুল ইসলাম সুফল মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, ওই শিক্ষিকার সাথে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তার সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল এক সময়। তারপর থেকেই সে আমাকে জালাচ্ছে। আমি তাকে বিয়ে করবো না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ধরণের একটা পরিস্থিতিতে না পালিয়ে উপায় ছিলনা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।

মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় গাংনী ইউনিয়ন পরিষদে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনের কাছ থেকে তাঁর প্রতিনিধি দল এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে।

মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বাবু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি এ এস এম সায়েম, রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন এবং উপজেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. মোখলেছুর রহমান মুকুল।

মেহেরপুর-১ ও ২ আসনে জামায়াত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মেহেরপুর-১ আসনের মাওলানা তাজউদ্দিন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনের নাজমুল হুদা মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছ থেকে তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, পৌর আমীর সোহেল রানা ডলারসহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

জামায়াতে ইসলামী সূত্রে জানা গেছে, দলটি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেহেরপুরের দুটি আসনে দলের মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণায় নামার জন্য মনোনয়নপত্র উত্তোলনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

‎গাংনীতে রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী

ব্যবহারের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুঞ্জনগর গ্রামের রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। স্থানীয়রা বারবার গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৌশলীকে অবহিত করেও কোনো লাভ হয়নি। বরং অভিযোগকারীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান।

গাংনী উপজেলার হুদাপাড়া কুঞ্জনগর বালিকা বিদ্যালয় মোড় থেকে মিনাপাড়া হাই স্কুলের মোড় পর্যন্ত ৬৬০ মিটার রাস্তা সংস্কারের জন্য ৩৫ লক্ষ ৩ হাজার ৬৭ টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে কাজ করছেন মেসার্স মোকলেস ট্রেডার্স এন্টারপ্রাইজ। বর্তমান কাজ বাস্তবায়ন করছে বামুন্দি বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সোহাগ ট্রেডার্স।

সরকারিভাবে ১ নম্বর ইটের খোয়া ব্যবহারের নিয়ম থাকলেও সেখানে ইটভাটার পরিত্যক্ত ৩ নম্বর ইটের রাবিশ দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান গাংনীতে যোগদানের পর থেকে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এছাড়াও গাংনী উপসহকারী প্রকৌশলী ইমরান হাসানের ওপর রাস্তাটি দেখভালের দায়িত্ব থাকলেও তিনি রাস্তার সাইটে দায়িত্ব পালন করেননি। ঠিকাদার ইচ্ছামতো নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ করছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগে সরেজমিনে দেখা গেছে, রাস্তাটি নির্মাণে সবই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থানীয়রা এমন অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন।

এ ব্যাপারে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী সোহাগ জানান, সব ঠিকঠাক আছে। আমরা কাজ করছি, কারও কিছু করার থাকলে করুক।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান জানান, নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী অপসারণ করা হবে এবং ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, রাস্তাটি দেখভালের জন্য উপসহকারী প্রকৌশলী ইমরান হাসানকে দায়িত্ব দেওয়া

হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি রাস্তার সাইটে যাননি বলে জানান।

গাংনীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস উদযাপন

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরের উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ সময় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে কুচকাওয়াজ, আলোচনা সভা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে ফুল দিয়ে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানান উপজেলা প্রশাসন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা নাবিদ হোসেন, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলী, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোত্তালিব আলী এবং গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, যাঁদের জীবনের বিনিময়ে এবং বুলেটের মুখে জীবন বাজি রেখে জাতিকে এনে দিয়েছেন একটি লাল-সবুজ পতাকা ও একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, তাঁরা যুগে যুগে চিরঅমর হয়ে থাকবেন। তাঁদের আত্মত্যাগ জাতি কখনোই ভুলবে না। এভাবেই তাঁরা চিরকাল সম্মানিত হবেন।

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরের উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা। এ সময় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে কুচকাওয়াজ, আলোচনা সভা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে ফুল দিয়ে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানান উপজেলা প্রশাসন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা নাবিদ হোসেন, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলী, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোত্তালিব আলী এবং গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, যাঁদের জীবনের বিনিময়ে এবং বুলেটের মুখে জীবন বাজি রেখে জাতিকে এনে দিয়েছেন একটি লাল-সবুজ পতাকা ও একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, তাঁরা যুগে যুগে চিরঅমর হয়ে থাকবেন। তাঁদের আত্মত্যাগ জাতি কখনোই ভুলবে না। এভাবেই তাঁরা চিরকাল সম্মানিত হবেন।

মেহেরপুরে ৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত গাংনী উপজেলা শহরের বড় বাজারের কসমেটিক্স পন্য, মিষ্টান্ন ভান্ডার ও ওষুধের ফার্মেসিতে এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মামুনুল হাসান।

তিনি জানান, কসমেটিক্স পন্যে উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম না থাকায় মেসার্স আকমল স্টোরকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় এক লাখ টাকা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মিষ্টান্ন জাতীয় পণ্য উৎপাদনের অপরাধে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারকে একই আইনের ৪৩ ধারা অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ রাখার অপরাধে এস এস ফার্মেসিকে ২৫ হাজার টাকাসহ মোট ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দকৃত মালামালগুলো জনসম্মুখে বিনষ্ট করা হয়।

অভিযানে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গাংনী ইউনিটের একটি টিম এবং জেলা পুলিশের একটি টিম সার্বিক সহযোগিতা করেন।